# কভিড-১৯ ভ্যাকসিন ঃ
# ভুয়া খবর বনাম সত্য

## ভুয়া
**কভিড-১৯ ভ্যাকসিন আপনাকে কভিড-১৯ আক্রান্ত করে**

**সত্য**

বিভিন্ন ধরণের কভিড-১৯ ভ্যাকসিন রয়েছে ঃ ভাইরাস ভ্যাকসিন, এমআরএনএ ভ্যাকসিন, প্রোটিন সাবুনিট (শর্করার একটি স্বতন্ত্র উপাদান সম্বলিত) ভাকসিন এবং নন-রেপ্লিকেটিং ভাইরাল (অ-প্রতিলিপিযুক্ত ভাইরাস জাতীয়) ভেক্টরের একটি দুর্বল বা নিষ্ক্রিয় রূপ। এই ভ্যাকসিনগুলির কোনওটিই আপনাকে করোনাভাইরাস দিতে পারে না যা কভিড-১৯-এর কারণ হতে পারে। কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে, লোকজন তাদের কভিড-১৯ ভ্যাকসিন দেওয়ার ঠিক আগে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল। তারা ভ্যাকসিন থেকে কভিড-১৯ আক্রান্ত হয়নি।

## ভুয়া
**কভিড-১৯ ভ্যাকসিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি বিপজ্জনক**

**সত্য**

ইনজেকশন দেওয়ার যায়গায় ব্যাথা, মাথাব্যাথা, ক্লান্তি এবং পেশী ব্যথার মতো কভিড-১৯ ভ্যাকসিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তবে অধিকাংশই খুব স্বল্প সময়ের জন্য-গুরুতর বা বিপজ্জনক নয়। কিছু ঝুঁকি রয়েছে, তবে তার চেয়ে সুবিধা অনেক বেশি।

## ভুয়া
**কিছু লোক কভিড-১৯ ভ্যাকসিন দেওয়ার কারনে মারা গেছে**

**সত্য**

বিশ্বব্যাপী ভ্যাকসিন দেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে কেবল ০.০০০৪৫% মারা গেছে এবং এই মৃত্যুর তদন্ত করা হচ্ছে। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যে প্রবীণ এবং দুর্বল রোগীরা অন্যান্য রোগ বা পূর্ব থেকে মারাত্মক স্বাস্থ্য অবস্থার কারণে মারা গিয়েছিলেন এবং এটি ভ্যাকসিন দেওয়ার সময়টির সাথে মিলে।

## ভুয়া
**কভিড-১৯ ভ্যাকসিনটি বিতর্কিত উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বা বিতর্কিত উপাদান রয়েছে**

**সত্য**

কভিড-১৯ টি ভ্যাকসিনগুলিতে এমআরএনএ এবং অন্যান্য, সাধারণ ভ্যাকসিন উপাদান যেমন উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত লিপিড (যা এমআরএনএ সুরক্ষা দেয়), লবণের পাশাপাশি অল্প পরিমাণে চিনি থাকে। এই কভিড-১৯ ভ্যাকসিনগুলি ভ্রুণের টিস্যু ব্যবহার করে তৈরি করা হয়নি এবং এগুলিতে ইমপ্লান্ট, মাইক্রোচিপস বা ট্র্যাকিং ডিভাইসগুলির মতো কোনও উপাদান নেই।

## ভুয়া
**গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং পূর্ব থেকে মারাত্মক স্বাস্থ্য অবস্থায় থাকা লোকেরা কভিড-১৯ ভ্যাকসিন নিতে পারবে না**

**সত্য**

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছেন যে গর্ভবতী মহিলাদের যারা কভিড-১৯ এর সংস্পর্শের ঝুঁকিতে বেশি থাকে বা পূর্ব থেকেই মারাত্মক স্বাস্থ্য অবস্থার লোকদের ভ্যাকসিন গ্রহণ করা উচিত। যাইহোক, সমস্ত ওষুধ এবং মেডিকেল চিকিৎসার মতো, এই ধরনের লোকদের তাদের চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

## ভুয়া
**আমার যদি ইতিমধ্যে কভিড-১৯ হয়ে থাকে, আমার কোনও ভ্যাকসিনের দরকার নেই**

**সত্য**

পুনরায় সংক্রামনের উচ্চ হার রয়েছে-অর্থাৎ যে সব লোকেরা কভিড-১৯ থেকে সেরে উঠেছিল তারা আবারও আক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং, তারা দীর্ঘমেয়াদী ইমিউনিটি (প্রতিরোধ ক্ষমতা) বিকাশ করেনি। সুতরাং, প্রত্যেকেরই ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত, এমনকি যাদের আগে কভিড-১৯ হয়েছিল তাদেরও।

## ভুয়া
**প্রাকৃতিক পণ্য এবং ভেষজ ওষুধ ভ্যাকসিন প্রতিস্থাপন করতে পারেন**

**সত্য**

প্রাকৃতিক পণ্য এবং ভেষজ ওষুধ আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করতে পারে। তবে এটি করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ করে না বা কভিড-১৯ বন্ধ করে না।

## ভুয়া
**কভিড-১৯ দ্বারা সংক্রামিত হওয়া থেকে প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা একটি ভ্যাকসিনের চেয়ে ভাল**

**সত্য**

লোকজন দ্বিতীয়বার কভিড-১৯ এ আক্রান্ত হচ্ছে তার অর্থ প্রাকৃতিক প্রতিরোধের নিশ্চয়তা নেই। এছাড়াও, কভিড-১৯ দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য প্রভাব ("দীর্ঘ কভিড") তৈরি করতে পারে যা এখনও গবেষনা করা হচ্ছে। সুতরাং, দীর্ঘ কভিড এর ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে ভ্যাকসিন নেওয়া ভাল। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আমাদের এটির বিস্তার বন্ধ করতে, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় বোঝা কমাতে এবং অন্যকে সহায়তা করার জন্য ভ্যাকসিন দেওয়ার দরকার।